দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 15 SEP 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

068

শিক্ষাঙ্গন

যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা

বর্তমানে দেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে তা যুযোপযোগী নয়। এই শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। কারণ, শিক্ষা বলতে বর্তমানে শুধু পুঁথিগত বিদ্যা আহরণ করে পরীক্ষা পাস করাকেই বুঝায়। অথচ বর্তমানে দেশে পুঁথিগত বিদ্যাই শুধু প্রয়োজনীয় নয়। কারণ শিক্ষার এই ফাঁকা খোলস কাঁধে নিয়ে জাতি আজ অচল প্রায়। অন্তঃসারহীন বিদ্যা যেমন দেশ ও জাতিকে কিছুই দিতে পারে না, তেমনি শিক্ষার মানও উন্নত হতে পারে না। কারণ বলতে আজকাল অনেকেই কেন্দ্র বদল করে নকলের মাধ্যমে পরীক্ষা পাস করাকেই বুঝে। কিন্তু নকলের মাধ্যমে পাসের সার্টিফিকেট সংগ্রহ করার অর্থ নিজের সর্বনাশ করা।

বর্তমানে আমাদের দেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত, তাতে প্রকৃতভাবে শিক্ষা লাভ না করেও নিজেদের সমাজের চোখে শিক্ষিত প্রমাণ করতে তেমন বেগ পেতে হয় না। এজন্যেই আমাদের দেশে দেখা যায়, শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাধিক্য। অন্যান্য উন্নত দেশের মত আমাদের এই দরিদ্র দেশে সকল শিক্ষিতদের চাকরি দেয়া বা বেকারভাতা দেয়া সম্ভব নয়। শিক্ষিত বেকাররা না পারে অশিক্ষিতের মত কায়িক শ্রম দিতে, না পারে দেশের উৎপাদন বাড়ানোর কাজে সক্রিয় হতে। ফলে তারা দিন দিন ঝুঁকে পড়ে অপরাধ জগতের দিকে। অসহায়ত্ব ঘুচাতে তারা আশ্রয় নেয় মাদকদ্রব্যের।

একটি দেশের জন্য এই পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ। অথচ এর মূল কারণ 'শিক্ষা ব্যবস্থা'। নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে উৎপাদনমূলক ব্যবহারিক শিক্ষা প্রয়োগের মাধ্যমে এই সমস্যা সহজেই সমাধান করা যায়। উন্নত পদ্ধতিতে হাঁস-মুরগী পালন, উন্নততর চাষাবাদ প্রক্রিয়া প্রভৃতি শিক্ষাদান পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এভাবে কিছুসংখ্যক লোককে স্বাবলম্বী করে তুলতে পারলে দেশের বেকারত্বের বোঝা অনেকাংশে হালকা হবে। তাছাড়া উৎপাদনমূলক কাজের ক্ষেত্রেও তা সহায়ক হবে। কিন্তু এর জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন সমগ্র দেশবাসীর ঐকান্তিক সহযোগিতা। সুতরাং মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে বাস্তবধর্মী ব্যবহারিক শিক্ষা সর্বস্তরে চালু করার মাধ্যমে দেশকে আরো উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।

—মোঃ আতিকুর রহমান